B.A POLITICAL SCIENCE GENERAL , 5TH SEMESTER

DSE-1A: Themes in Comparative Political Theory

BY – SHYAMASHREE ROY

Topic 2 : Western Thought: Thinkers and Themes

A: ARISTOTLE ON CITIZENSHIP

অ্যারিস্টটল ছিলেন একজন গ্রীক দার্শনিক, যুক্তিবিদ এবং বিজ্ঞানী। তাঁর শিক্ষক প্লেটোর পাশাপাশি, অ্যারিস্টটলকে সাধারণত রাজনৈতিক তত্ত্ব সহ বেশ কয়েকটি দার্শনিক ক্ষেত্রে অন্যতম প্রভাবশালী প্রাচীন চিন্তাবিদ হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এরিস্টটল উত্তর গ্রীসের স্টাগিরায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর পিতা ম্যাসিডোনের রাজার দরবার চিকিত্সক ছিলেন। যুবক হিসাবে তিনি অ্যাথেন্সের প্লেটো একাডেমিতে পড়াশোনা করেছিলেন। প্লেটোর মৃত্যুর পরে তিনি এথেন্স মাইনর এবং লেসবোস-এ দার্শনিক ও জৈবিক গবেষণা চালানোর জন্য এথেন্স ত্যাগ করেছিলেন এবং তারপরে ম্যাসেডোনের দ্বিতীয় রাজা ফিলিপ তাঁকে তাঁর ছোট ছেলে আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটকে শিক্ষক করার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন। আলেকজান্ডার তার পিতার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার পরপরই গ্রীক নগর-রাজ্যগুলির জয়কে একীভূত করে এবং পারস্য সাম্রাজ্যের আক্রমণ শুরু করে। অ্যারিস্টটল আথেন্সের বাসিন্দা এলিয়েন হিসাবে ফিরে এসেছিলেন এবং ম্যাসেডোনিয়া ভাইসরয় অ্যান্টিপ্যাটারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। এই মুহূর্তে তিনি রাজনীতি সহ তাঁর কয়েকটি বড় বড় গ্রন্থ লিখেছিলেন বা কমপক্ষে কাজ করেছেন। আলেকজান্ডার হঠাৎ মারা গেলে, ম্যাসেডোনিয়ার সংযোগের কারণে অ্যারিস্টটলকে এথেন্স থেকে পালাতে হয়েছিল এবং এর পরেই তিনি মারা যান। অ্যারিস্টটলের জীবন তার রাজনৈতিক চিন্তাকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করেছিল বলে মনে হয়: জীববিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আগ্রহ তার রাজনীতির প্রকৃতিবাদে প্রকাশিত বলে মনে হয়; তুলনামূলক রাজনীতির প্রতি তাঁর আগ্রহ এবং গণতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর সহানুভূতি তাঁর ভ্রমণ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার অভিজ্ঞতা দ্বারা উত্সাহিত হয়েছিল; তিনি প্লেটো প্রজাতন্ত্র, স্টেটসম্যান এবং আইন থেকে ব্যাপক নেওয়ার সময় কঠোর সমালোচনা করেছেন; এবং তার নিজের রাজনীতিই শাসক এবং রাষ্ট্রপতিদের গাইড করার উদ্দেশ্যে, তিনি যে উচ্চ রাজনৈতিক চেনাশোনাগুলিতে সরেন সেগুলি প্রতিফলিত করে।

অ্যারিস্টটল তাত্ত্বিক বিজ্ঞান থেকে পৃথক ক্ষেত্র হিসাবে নৈতিক তত্ত্বের ধারণা পোষণ করেন। এর পদ্ধতিটি অবশ্যই তার বিষয় ভাল ক্রিয়াকলাপ এর সাথে মেলে এবং এই ক্ষেত্রটিতে অনেকগুলি সাধারণীকরণ কেবল বেশিরভাগ অংশের জন্য এই বিষয়টি অবশ্যই সম্মান করে। আমাদের জীবন উন্নতির জন্য আমরা নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করি এবং সেজন্য এর প্রধান উদ্বেগ হ'ল মানব-স্বভাবের প্রকৃতি। পুণ্যগুলিকে একটি সজীব জীবনযাপনের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে গ্রহণের জন্য এরিস্টটল সক্রেটিস এবং প্লাটোকে অনুসরণ করে। প্লেটোর মতো তিনিও নৈতিক গুণাবলী (ন্যায়বিচার, সাহস, মেজাজ ইত্যাদি) জটিল যৌক্তিক, সংবেদনশীল এবং সামাজিক দক্ষতা হিসাবে বিবেচনা করে। তবে তিনি প্লেটোর এই ধারণাটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন যে পুরোপুরি ধার্মিক হওয়ার জন্য বিজ্ঞান, গণিত এবং দর্শনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সদর্থকতা কী তা বোঝার দরকার পড়ে আমাদের বেঁচে থাকার জন্য যা প্রয়োজন, তা হ'ল বন্ধুত্ব, আনন্দ, পুণ্য, সম্মান এবং সম্পদ হিসাবে সামগ্রিক সামগ্রিকভাবে পুরোপুরি একসাথে খাপ খায় এমনভাবে একটি প্রশংসা। নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এই সাধারণ বোঝাপড়াটি প্রয়োগ করার জন্য, আমাদের অবশ্যই

যথাযথ লালন ও অভ্যাসের মাধ্যমে প্রতিটি উপলক্ষে দেখার দক্ষতা অর্জন করতে হবে, কোন ক্রিয়াটি কোর্সের কারণে সর্বোত্তমভাবে সমর্থিত। সুতরাং ব্যবহারিক জ্ঞান, যেমন তিনি তা অনুধাবন করেন, কেবলমাত্র সাধারণ নিয়মগুলি শিখেই অর্জন করা যায় না। আমাদের অবশ্যই অনুশীলনের মাধ্যমে সেইসব ইচ্ছাকৃত, আবেগময় এবং সামাজিক দক্ষতা অর্জন করতে হবে যা আমাদের প্রতি আমাদের উপযোগের জন্য উপযোগী এমন উপায়ে কল্যাণ সম্পর্কে আমাদের সাধারণ বোধগম্যতা প্রয়োগ করতে সক্ষম করে।

অ্যারিস্টটল দুটি নৈতিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন: নিকোমাচিয়ান নীতিশাস্ত্র এবং ইউদেমিয়ান নীতিশাস্ত্র। তিনি নিজেই এই দুটি উপাধি ব্যবহার করেন না, যদিও রাজনীতিতে তিনি সেগুলির একটিকে সম্ভবত উল্লেখ করেছিলেন - সম্ভবত ইউডেমিয়ান নীতিশাস্ত্র - চরিত্র সম্পর্কে এই লেখাগুলি। "ইউদেমিয়ান" এবং "নিকোমাচিয়ান" শব্দগুলি পরে যুক্ত করা হয়েছিল, সম্ভবত এই কারণটি ছিল তার বন্ধু ইউডেমাস এবং পরবর্তী পুত্র নিকোমাস দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল। যাই হোক না কেন, এই দুটি কাজ কম-বেশি একই স্থানে আবৃত: এগুলি ইউডাইমোনিয়া ("সুখ", "সমৃদ্ধ") নিয়ে আলোচনা শুরু করে এবং ("পুণ্য", "শ্রেষ্ঠত্ব") এর প্রকৃতির একটি পরীক্ষার দিকে পরিচালিত করে) এবং জীবনকে সর্বোত্তমভাবে বেঁচে রাখার জন্য মানুষের যে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন। উভয় গ্রন্থই শর্তগুলি পরীক্ষা করে যেখানে প্রশংসা বা দোষ উপযুক্ত, এবং আনন্দ এবং বন্ধুত্বের প্রকৃতি; প্রতিটি কাজের শেষে, আমরা মানুষ এবং divine মধ্যে সঠিক সম্পর্ক সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা পাই।

নাগরিকত্ব ও দাসত্বের এরিস্টটলের তত্ত্ব

অ্যারিস্টটল ছিলেন একজন রক্ষণশীল বা traditional দার্শনিক, তিনি বিদ্যমান ব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রয়োজন বোধ করেননি। তিনি অবশ্য বিদ্যমান শর্তাদি যুক্তিযুক্ত করার ও চ্যানেলাইজ করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি স্থিতিশীল অবস্থা বজায় রাখতে বিশ্বাস করেছিলেন। নাগরিকত্বের বিষয়টি হিসাবে, প্রাচীন গ্রিসে, বিশেষত এথেন্সে নাগরিকত্ব দেওয়া হয়েছিল কেবল সুবিধাভোগী শ্রেণিকে বা অন্য কথায়, এটি ছিল তাদের উচ্চ শ্রেণীর একচেটিয়াত্ব। এই একচেটিয়া প্রকৃতির বংশগত ছিল, এবং অ্যারিস্টটলের মতে একচেটিয়া ব্যক্তি একজন ব্যক্তিকে রাজনৈতিক, বিচারিক এবং ইচ্ছাকৃত বিষয়গুলির অংশ হওয়ার অধিকার দেয়। অ্যারিস্টটল বিদেশী, দাস এবং মহিলা এবং অন্যান্য ম্যানুয়াল এবং মেনাল কর্মীদের নাগরিকত্ব অস্বীকার করেছিলেন। এই কারণেই তিনি বলেছিলেন যে জনগণের উপরোক্ত বর্ণিত অংশগুলিতে জনপ্রিয় সমাবেশের সদস্য হিসাবে কাজ করতে সক্ষম হওয়ার নৈতিক ও বৌদ্ধিক উত্সাহ নেই। তিনি আরও বলেছিলেন যে রাজনীতির রাজনৈতিক জ্ঞান উপভোগ করার জন্য প্রকৃতি তাদের পক্ষ নেয় না। তদুপরি, এই শ্রেণিগুলি অবসর এবং পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক বা মানসিক বিকাশ বহন করতে পারে না, যা নাগরিকত্বের পূর্বশর্ত হিসাবে বিবেচিত হত। নাগরিকত্ব অর্জনের জন্য, অ্যারিস্টটল আবাসিকরণ, মামলা করার অধিকার এবং নাগরিকের কাছ থেকে মামলা ও বংশোদ্ভূত হওয়ার মতো কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছিলেন। উপরোক্ত গুণাবলী বাদে একজন ব্যক্তির বিচারিক ও ইচ্ছাকৃত কার্যক্রমে অংশ নিতে যথেষ্ট সক্ষম হওয়া উচিত এবং শাসন ও শাসন করার ক্ষমতাও থাকতে হবে। যার এই গুণাবলীর অভাব রয়েছে তিনি একজন সম্পূর্ণ এবং ভাল নাগরিক হতে পারেন না। ভাল নাগরিক এবং ভাল মানুষ: অ্যারিস্টটলের মতে, একজন ভাল নাগরিক এবং একজন ভাল মানুষকে অবশ্যই রাষ্ট্রের কল্যাণে নয়, বিভিন্ন অন্যান্য দায়িত্বও পালন করতে হবে। জুয়েটের মতে, একজন ভাল নাগরিক ভাল মানুষ নাও হতে পারে; একজন

ভাল নাগরিক হ'ল তিনি যারা রাষ্ট্রের জন্য ভাল সেবা করেন এবং এই রাষ্ট্রটি নীতিগতভাবে খারাপ হতে পারে। একটি সাংবিধানিক রাষ্ট্রের মধ্যে একজন ভাল নাগরিকের কীভাবে শাসন করতে হবে এবং কীভাবে বাধ্যতা বজায় রাখতে হবে তা জানা উচিত। ভাল মানুষ হ'ল শাসন করার উপযুক্ত। কিন্তু সাংবিধানিক রাষ্ট্রের নাগরিক আদেশ মান্য করে শাসন করতে শেখে। সুতরাং, এই জাতীয় রাজ্যে নাগরিকত্ব একটি নৈতিক প্রশিক্ষণ আরিস্টটল দৃভাবে বিশ্বাস করেছিলেন যে এই রাজ্যে মধ্যবিত্তের একটি শক্তিশালী ভূমিকা আছে। ম্যাক্সির মতে, অ্যারিস্টটলের নাগরিকত্বের তত্ত্বের অন্যতম বৃহৎ মূল্যবোধ ছিল রাজনৈতিক সমাজের উদ্ধার অভিজাত মধ্যবিত্ত শ্রেণির শাসকদের সিংহাসনে আবদ্ধ, যা সম্পদ ও দারিদ্র্যের মধ্যবর্তী সুখী অর্থ উপস্থাপন করে। 'মধ্যবিত্তের অভিজাত' বলা যেতে পারে তার পক্ষে তাঁর অগ্রাধিকার স্থির ছিল। আমেরিকান প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতাদের মতো তিনিও সম্পত্তিকম জনসাধারণকে সরকারের অংশীদারিত্বের - সাথে কঠোরভাবে বাদ দেবেন এবং সমান তীব্রতার সাথে ধনী ব্যক্তিদের সুযোগসুবিধাগুলি ও ক্ষয়ক্ষতি - হ্রাস করবেন

ARISTOTLE'S IDEAS ON STATE

অ্যারিস্টটলের মতে, রাজ্যটি ব্যক্তিদের একটি সম্প্রদায়। প্রতিটি সম্প্রদায়ের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে এবং সে উদ্দেশ্যটি ভাল। একটি সম্প্রদায় হিসাবে রাজ্যের একটি উদ্দেশ্য রয়েছে, এবং সেই উদ্দেশ্যটিও ভাল।

তবে রাজ্য কোনও সাধারণ সম্প্রদায় নয়। এটি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং স্বাভাবিকভাবেই এর উদ্দেশ্যটি সর্বোচ্চ বা সর্বোচ্চ। এইভাবে এটি স্পষ্ট যে সমস্ত সংঘের মতো রাজ্যও একটি সমিতি। তবে এর উদ্দেশ্য অন্যান্য সংঘের চেয়ে আলাদা। আবার এটি কোনও সাধারণ সমিতি নয়। এটি সমাজ বা সামাজিক কাঠামোতে সর্বোচ্চ পদ বা পদ ভোগ করে।

একজন সাধারণ জীববিজ্ঞানী হিসাবে, অ্যারিস্টটল রাষ্ট্রের প্রকৃতিটিকে কয়েকটি উপাদানে বিভক্ত করে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছিলেন যে আমরা অন্যান্য সংমিশ্রণগুলির বিশদ বিশ্লেষণ করতে অভ্যস্ত, যতক্ষণ না সেগুলি আর উপবিভাজিত করা যায়, আসুন আমরা একইভাবে রাষ্ট্র এবং এর উপাদান অংশগুলি পরীক্ষা করি। প্রাকৃতিক পদ্ধতির প্রয়োগ প্রকাশ করে যে রাষ্ট্রটি প্রাকৃতিক বা প্রকৃতির দ্বারা বিদ্যমান।

প্রাকৃতিক পদ্ধতির বিশ্লেষণে আমরা পদার্থবিজ্ঞান এবং নামোসের প্রয়োগ খুঁজে পাই। শারীরিক অর্থ বৃদ্ধি, প্রকৃতি এবং মৌলিক বাস্তবতা বোঝায়। নমোসের অর্থ হ'ল মানবসৃষ্ট, সম্মেলন এবং প্রথা custom অ্যারিস্টটল বলেছেন যে রাজ্যটি প্রাকৃতিক বৃদ্ধির বৈশিষ্ট্যযুক্ত। কিন্তু, এর বিভিন্ন অগ্রগতির পর্যায়ে, মানবসৃষ্ট আইন ও সম্মেলনগুলি হস্তক্ষেপ করেছে।

গ্রীক শব্দ কইনোনিয়া অর্থ সম্প্রদায় এবং সহযোগিতা উভয়ই। যদিও, সমাজতাত্ত্বিকদের মতে, সম্প্রদায় এবং সংঘের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে আমরা এখানে শব্দগুলি একই অর্থে ব্যবহার করব এবং একে অপরকে বিনিময়যোগ্যও করব।

এটা সত্য যে মানুষ স্বভাবতই স্বার্থান্বেষী প্রাণী এবং সে অন্যের স্বার্থ পূরণের বিরোধিতা করতে দ্বিধা করে না। সুতরাং মানুষের দ্বারা তৈরি আইন, ন্যায়বিচার, প্রতিষ্ঠান এবং সম্মেলনগুলি মন্দ হতে পারে। তবে অ্যারিস্টটল এটি গ্রহণ করে না।

তিনি অভিমত পোষণ করেন যে আইন এবং সম্মেলনগুলি মূলত ভাল এবং মানুষ তাদের উপকারী উদ্দেশ্যগুলি পরিবেশন করার জন্য তৈরি করেছে। মোটকথা, রাজ্যের প্রাকৃতিকভাবে বিকাশ হয়েছে। এটি চুক্তি বা মানব দ্বন্দ্বের ফলাফল হিসাবে চিকিত্সা করা উচিত নয়। পুরুষরা তাদের নিজস্ব সুবিধার জন্য আইন, প্রতিষ্ঠান এবং সম্মেলন করেছে এবং এগুলি রাষ্ট্রের কার্যকারিতা সহজতর ও সমৃদ্ধ করেছে।

B) JOHN LOCKE'S VIEWS ON RIGHTS

হবসএর জন্য-, একটি সার্বভৌম আকারে একটি নিখুঁত কর্তৃত্বের প্রয়োজনীয়তা, প্রকৃতি রাজ্যের সম্পূর্ণ নিষ্ঠুরতা অনুসরণ করে। প্রকৃতি রাজ্যটি সম্পূর্ণরূপে অসহনীয় ছিল এবং তাই যুক্তিবাদী পুরুষরা এড়াতে নিখুঁত কর্তৃপক্ষের কাছে নিজেকে জমা দিতেও রাজি হত। জন লকের জন্য, 1632-1704, প্রকৃতি রাজ্যটি একটি খুব আলাদা ধরণের জায়গা এবং তাই সামাজিক চুক্তি এবং কর্তৃত্বের সাথে পুরুষদের সম্পর্কের প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর যুক্তি ফলস্বরূপ একেবারে আলাদা। যদিও লক প্রকৃতি রাজ্যের হবসের পদ্ধতিগত ডিভাইসটি ব্যবহার করেন, কার্যত সমস্ত সামাজিক চুক্তির তাত্ত্বিকদের মতোই, তিনি একে একে একে একে অন্যরকমের জন্য ব্যবহার করেন। সামাজিক চুক্তির জন্য এবং নাগরিকদের তাদের রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অধিকারের জন্য লকের যুক্তিগুলি পরবর্তীকালে গণতান্ত্রিক বিপ্লবগুলিতে, বিশেষত থমাস জেফারসন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতাদের উপর অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিল। লকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রভাবশালী রাজনৈতিক লেখাগুলি তাঁর দুটি চিকিত্সা সম্পর্কিত সরকারে রয়েছে। প্রথম গ্রন্থটি রবার্ট ফিল্মারের/ Robert Filmer's *Patriarcha* যুক্তির খণ্ডন করে প্রায় একচেটিয়াভাবে সম্পর্কিত, যে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ধর্মীয় কর্তৃত্ব থেকে প্রাপ্ত হয়েছিল, যা রাজাদের ডিভাইন রাইটের বিবরণ দ্বারাও পরিচিত, যা সতেরো শতকের ইংল্যান্ডে অত্যন্ত প্রভাবশালী তত্ত্ব ছিল। দ্বিতীয় গ্রন্থটিতে সিভিল সরকারের পক্ষে লক্ষ্য এবং ন্যায়সঙ্গতকরণের বিষয়ে লকের নিজস্ব গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে এবং এর শিরোনাম "সত্যিকারের মূল সত্ত্বা এবং নাগরিক সরকারের সমাপ্তির প্রবন্ধ" শীর্ষক। লকের মতে, রাজ্যের প্রকৃতি, মানবজাতির প্রাকৃতিক অবস্থা হ'ল অন্যের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত, যাকে উপযুক্ত মনে হয় তেমনি একজনের জীবন পরিচালনা করার জন্য নিখুঁত এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনতার রাষ্ট্র। তবে এর অর্থ এই নয় যে এটি লাইসেন্সের একটি রাজ্যকেউ একদম পছন্দ করে এমন কিছু করতে পারে না :, বা এমনকী যে কোনও ব্যক্তির স্বার্থে বিচার হয়। প্রকৃতি রাজ্য, যদিও এমন একটি রাষ্ট্র যেখানে আইনগুলির বিরুদ্ধে লঙ্ঘনের জন্য লোকদের শাস্তি দেওয়ার কোনও নাগরিক কর্তৃপক্ষ বা সরকার নেই, নৈতিকতা ছাড়াই রাষ্ট্র নয় is প্রকৃতি রাজ্য প্রাকরাজনৈতিক-, তবে এটি প্রাকনৈতিক নয়। ব্যক্তিরা এ জাতীয় স্থানে একে অপরের সমান বলে ধরে - নেওয়া হয় এবং তাই প্রকৃতির বিধি দ্বারা আবিষ্কার এবং আবদ্ধ হতেও সমানভাবে সক্ষম। প্রকৃতির আইন, যা সমস্ত নৈতিকতার ভিত্তিতে লকের দৃষ্টিভঙ্গিতে রয়েছে এবং Godশ্বর আমাদের দিয়েছেন, আদেশ দেয় যে আমরা অন্যদের তাদের জীবন", স্বাস্থ্য, স্বাধীনতা বা সম্পত্তির অনুচ্ছেদ) সাথে ক্ষতি করি না " 6)। যেহেতু আমরা সকলেই god/শ্বরের সমানভাবে আছি এবং যেহেতু আমরা যথাযথভাবে তাঁর যা তা গ্রহণ করতে পারি না, তাই আমরা একে অপরের ক্ষতি করতে নিষেধ। সুতরাং, প্রকৃতি রাজ্য হ'ল স্বাধীনতার একটি রাষ্ট্র যেখানে ব্যক্তিরা তাদের নিজস্ব স্বার্থ এবং পরিকল্পনা অনুসরণে স্বাধীন হস্তক্ষেপমুক্ত, এবং প্রকৃতির আইন এবং এটি ব্যক্তিদের উপর যে বিধিনিষেধ আরোপ করে, সে তুলনামূলকভাবে শান্তিপূর্ণ

প্রকৃতি রাজ্য তাই যুদ্ধের রাজ্যের মতো নয়, এটি হবসের মতে। এটি তবে যুদ্ধের একটি রাজ্যে পরিণত হতে পারে, বিশেষত সম্পত্তি সম্পর্কিত বিরোধ নিয়ে যুদ্ধের একটি রাষ্ট্র। প্রকৃতি রাজ্য হ'ল স্বাধীনতার রাষ্ট্র যেখানে ব্যক্তি প্রকৃতির আইনকে স্বীকৃতি দেয় এবং তাই একে অপরকে ক্ষতি করে না, একসময় যখন একজন মানুষ অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তার কাছ থেকে চুরি করে বা তার দ্বারা যুদ্ধের সময় শুরু হয় দু'জন বা তারও বেশি পুরুষের মধ্যে। তাকে তাঁর দাস বানানোর চেষ্টা করছেন। যেহেতু প্রকৃতি রাজ্যে পুরুষদের কাছে আবেদন করতে পারে এমন কোনও নাগরিক শক্তি নেই এবং প্রকৃতির আইন যেহেতু তাদের নিজের জীবন রক্ষার অনুমতি দেয়, তারা তখন তাদের হত্যা করতে পারে যারা তাদের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করবে। যেহেতু প্রকৃতি রাজ্যের নাগরিক কর্তৃত্বের অভাব রয়েছে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে এটি সম্ভবত অব্যাহত থাকবে। এবং এটি একটি শক্তিশালী কারণ যা পুরুষদের সিভিল সরকার গঠনের জন্য একত্রিত হয়ে প্রকৃতি রাজ্যটিকে ত্যাগ করতে হবে। নাগরিক সরকার এবং এটি প্রতিষ্ঠিত চুক্তির জন্য লকের যুক্তির পক্ষে সম্পত্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লকের মতে, কোনও ব্যক্তি যখন তার শ্রমের প্রকৃতির কাঁচামালগুলির সাথে মিশে যায় তখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি তৈরি হয়। সুতরাং, উদাহরণস্বরূপ, যখন কেউ প্রকৃতির জমির এক টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো করে জমির এক টুকরো করে তোলে যা খাদ্য উত্পাদন করে, তখন সেই জমির টুকরো এবং তার উপর উত্পাদিত খাবারের মালিকানার দাবি রয়েছে। এর ফলে লকের এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল যে আমেরিকা সত্যই সেখানে) বসবাসকারী আদিবাসীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, কারণ তারা তার দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রকৃতির মৌলিক উপাদান ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়েছিল। অন্য কথায়, তারা এটি খামার করেনি, তাই তারা এর কোনও বৈধ দাবি ছিল না, এবং অন্যরা ন্যায়সঙ্গতভাবে এটি উপযুক্ত করতে পারেপ্রকৃতির বিধানের প্রভাবগুলি বিবেচনা ((করে, একজনের কতটুকু সম্পত্তির মালিকানা থাকতে পারে সে সম্পর্কে সীমাবদ্ধতা রয়েছেএকজন যেটিকে : ব্যবহার করতে পারে তার চেয়ে প্রকৃতি থেকে বেশি গ্রহণ করার অনুমতি নেই , যার ফলে নিজের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে অন্যকে ছেড়ে চলে যায়। প্রকৃতি mankind god দ্বারা সমস্ত মানবজাতিরকে তার সাধারণ জীবিকার জন্য দান করা হয়েছে, তাই তার নিজের ন্যায্য অংশের চেয়ে বেশি কিছু নিতে পারে না। সম্পত্তি হ'ল লকএর সামাজিক চুক্তি এবং নাগরিক সরকারের পক্ষে যুক্তির লিঞ্চপিন কারণ এটি - প্রকৃতির রাজ্যটিকে ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় পুরুষরা তাদের নিজের দেহের সম্পত্তি সহ তাদের সম্পত্তি রক্ষা করে/

লকের মতে, প্রকৃতি রাজ্যটি কোনও ব্যক্তির শর্ত নয়, যেমনটি হবসের পক্ষে। এর পরিবর্তে, এটি মা ও বাবার দ্বারা তাদের সন্তানদের বা পরিবারগুলির দ্বারা জনবহুল - যাকে তিনি " “conjugal society”" বলেছেন । এই সমিতিগুলি একসাথে বাচ্চাদের যত্ন নেওয়ার স্বেচ্ছাসেবী চুক্তির ভিত্তিতে এবং এগুলি নৈতিক তবে রাজনৈতিক নয়। রাজনৈতিক সমাজ তখন প্রতিষ্ঠিত হয় যখন পৃথক পুরুষরা, তাদের পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করে, প্রকৃতি রাজ্যে একত্রিত হন এবং প্রকৃতির আইন লঙ্ঘনকারীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য নির্বাহী ক্ষমতা ত্যাগের জন্য প্রতিটি ের সাথে একমত হন এবং সেই ক্ষমতাটিকে জনগণের ক্ষমতার হাতে হস্তান্তর করেন সরকার। এটি সম্পন্ন করার পরে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছার বশীভূত হয়। অন্য কথায়, প্রকৃতি রাজ্য ত্যাগ এবং সমাজ গঠনের জন্য একটি চুক্তি করে তারা "একটি সরকারের অধীনে একটি সংস্থা গঠন করে" এবং সেই সংস্থার ইচ্ছায় নিজেকে জমা দেয়। একজন এর শরীরে যোগ দেয়, তা তার শুরু থেকেই, বা অন্যের দ্বারা এটি ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে কেবল স্পষ্ট সম্মতিতে। তাদের সম্মতিতে একটি রাজনৈতিক সমাজ ও সরকার তৈরি করার পরে, পুরুষরা তারপরে

প্রকৃতি রাজ্যে তিনটি জিনিস অর্জন করে যেগুলি: আইন, বিচারক বিচারকগুলির বিচারক এবং এই আইনগুলি প্রয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যনির্বাহী ক্ষমতা। সুতরাং প্রতিটি মানুষ নিজেকে সুরক্ষিত করার এবং প্রকৃতির আইন লঙ্ঘনকারীদের শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা দিয়েছিল যা তিনি এই চুক্তির মাধ্যমে তৈরি করেছিলেন।

প্রদত্ত যে, "সাধারণ-ধন-সম্পদে পুরুষদের একত্রিত হওয়া" তাদের সম্পদ সংরক্ষণ এবং তাদের জীবন, স্বাধীনতা এবং সাধারণভাবে সুরক্ষিত রাখার পরে লক সহজেই সেই পরিস্থিতিগুলি কল্পনা করতে পারে যেগুলির সাথে সংঘটিত হয়েছে সরকার ধ্বংস হয় এবং পুরুষরা সিভিল সরকারের যেমন রাজার মতো কর্তৃত্বকে প্রতিহত করতে ন্যায়সঙ্গত হয়। যখন কোনও সরকারের কার্যনির্বাহী ক্ষমতা অত্যাচারে রূপান্তরিত হয়, যেমন আইনসভা ভেঙে দিয়ে এবং সেহেতু জনগণকে তাদের নিজস্ব সংরক্ষণের জন্য আইন তৈরি করার ক্ষমতা অস্বীকার করে, তখন ফলস্বরূপ অত্যাচারী নিজেকে প্রকৃতির রাজ্যে পরিণত করে এবং বিশেষত একটি রাজ্যে পরিণত করে জনগণের সাথে যুদ্ধ, এবং তারপরে আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে তাদেরও একই অধিকার ছিল যেমন তারা প্রথম স্থানে সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য একটি চুক্তি করার আগে তাদের ছিল। অন্য কথায়, সরকারের নির্বাহী অংশের কর্তৃত্বের ন্যায্যতা হ'ল জনগণের সম্পত্তি ও কল্যাণকে রক্ষা করা, সুতরাং যখন এই জাতীয় সুরক্ষা আর উপস্থিত থাকে না, বা রাজা যখন অত্যাচারী হয়ে ওঠে এবং স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করে লোকেদের, তার অধিকার রয়েছে, যদি তার কর্তৃত্বকে প্রতিহত করার একান্ত বাধ্যবাধকতা না হয়। সামাজিক চুক্তিটি দ্রবীভূত হতে পারে এবং রাজনৈতিক সমাজ গঠনের প্রক্রিয়াটি নতুনভাবে শুরু হয়েছিল।